কিশোর চিলার

তিন গোয়েন্দা

নকল গোয়েন্দা

রকিব হাসান ও শামসুদ্দিন নওয়াবের চরিত্রের অবলম্বনে

সাদমান আদিব অভি

বইটি বিনা অনুমতিতে বিকৃতি,নিজের নামে চালানো,ফটোকপি করা নিষিদ্ধ ।

যোগাযোগঃadibsadman10@gmail.com

এক

হঠাৎ করেই একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম।
রাত সাড়ে তিনটা বাজে।এখন কেউ যাতায়াত করার কথা নয়।
তবে কে?
আস্তে করে বিছানা থেকে উঠলাম।ধীরে ধীরে উৎসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।যদি কেউ চুরি করে ঢুকে থাকে তবে শোনার কথা নয়।
একনাগাড়ে একটা গিটার কে যেন বাজাচ্ছে।খুবই মৃদু স্বরে।সিম্ফোনি ৭ বাজাচ্ছে।
উৎসের একেবারে কাছে আমি।গিটার বাজানো বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।
মাথার উপর প্রচন্ড আঘাত পড়ল।পড়ে যাচ্ছি আমি।পড়ে যেতে যেতে দেখলাম, একটা লোক দাড়িয়ে সামনে।মুখে মাস্ক,তার উপর চশমা পরা।শীতের ভিতরেও খালি গায়ে,বুকে '৬৪-২০' লেখা।
অজ্ঞান হয়ে গেলাম আমি।

দুই

শীতের ছুটি।বড়দিনের আরও তিনদিন বাকি।
কিশোর ঝুঁকে রয়েছে ছাপার মেশিনের উপর।কয়েকদিন আগে বিদ্যুতের ওভারলোড পড়ার কারনে পুড়ে গেছে।ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে সে।
টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে অলস ভঙ্গীতে বসে আছে মুসা।গত একমাসে কোন কেস আসেনি।বসে বসে কাটছে দিনগুলো।
'নাহ্ ,ঠিক বোধহয় আর হল না'কিশোর বলল।'পুরো পুড়ে গেছে'
'ঠিক করেও কোন লাভ দেখছি না'মুসার জবাব।'গত একমাসে তো কোন কেসই পেলাম না!'
'কি আর করা,তবে.....'
'এইইইই কিশোর,কোথায় গেলি তুই?'মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল।'জলদি আয়!'
হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল কিশোর ও মুসা।কি উদ্দেশ্যে ডেকেছেন মেরিচাচী,ভালো করেই জানা আছে তাদের।

'অবশেষে তোরা এলি।কোথায় থাকিস তোরা?তাড়াতাড়ি কাজে হাত লাগাও'
আরও একবোঝা মাল নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা।এক পরিত্যক্ত মিউজিয়াম থেকে কিনেছেন ওগুলো।বেচাও হয়ে গেল কয়েকদিন না যেতেই।এক মহিলা কিনবেন ওগুলো।
ট্রাকের পিছনে মাল তুলছে বোরিস।তাকে সাহায্য করছে কিশোর ও মুসা।গেট দিয়ে ঢুকল রবিন।
'কোথায় গিয়েছিলে?'কিশোর বলল।
'ইয়ে,না,এমনিই'বলল রবিন।'কাজ ছিল একটু।'
'এই,কিশোর!কি করছিস?একটু নজর ফেরালেই শুরু করে আলোচনা।আর রবিন,তুমি আসাতে ভাল হয়েছে।তিনজন একসাথে হাত লাগাও'
বোরিসসহ ট্রাকে মাল তুলছে তিন গোয়েন্দা।এগুলো পৌছাতে হবে সান্তা মনিকায়, মহিলার বাসায়।
'কিশোর!'মুসা বলল।'দেখ তো!'
মুসার হাতে এক অদ্ভুত বক্স।চর্তুভূজাকৃতির।বক্সটা থেকে নীল উজ্জ্বল আভা বেরোচ্ছে।মালের স্তূপ থেকে পেয়েছে,বন্ধুদেরকে জানাল সেকথা।
'হুমমমম'বক্সটার উপর ঝুঁকে রয়েছে কিশোর।'ইন্টারেস্টিং।নিল আভাটা কোন ধরনের রেডিয়াম নয়।সত্যিই অদ্ভুত'
'দেখ'মুসা বলল।'নিচে ৬৪-২০ লেখা।এর মানে কি?'
'কোন ধরনের কোড হবে হয়তো'রবিন বলল।'আমি.....'কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল সে।
বক্সটাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছিল কিশোর।হঠাৎ বক্সটার উপরিভাগ খুলে গেল। ভিতরে একটা কাগজ।
'খুললে কিভাবে?'মুসা বলল।
'কোন গোপন সুইচে টিপ পড়ে গিয়েছে হয়তো'কিশোর বলল।'তাতেই খুলে গেছে'
কাগজটা বক্স থেকে তুলে নিল কিশোর।একটা চিঠি।খুলে পড়তে শুরু করল কিশোর।

'কিশোর,

শেষ কথাগুলো জানাচ্ছি তোমাকে।আমি জানি,তোমরা ছাড়া আর কেউই আমার কথা বুঝতে পারবে না।দূর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেছে আমাকে।কোথায় আছি জানি না।শুধু দেখছি একটা ঘরে পড়ে রয়েছি,জানালার বাইরে একটা সাইনর্বোডে ১২১২৬৪ লেখা।আমারই প্রতিচ্ছবি আছে তোমার সাথে সর্বক্ষণ,সারাদিন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কে।আমি তোমারই পাশের একজন।

-ন'

একে অন্যের দিকে তাকাল তিনজন।যেন এখনই ধরা পড়ে যাবে চিঠির 'বন্ধু'টা।

'যেই লিখুক,খুব তাড়াতাড়ি লিখেছে'কিশোর বলল।'লেখা অপষ্ট।শেষে নামটা লিখতে গিয়ে বাধা পেয়ে লিখতে পারেনি।'

কিশোরের কালো চোখের তারা দুটো ঝিকমিক করছে।রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান,বুঝে গেছে বাকি দুইজন।

'কে হতে পারে তোমার বিশেষ বন্ধু?'রবিন বলল।'আমরা দুইজন ছাড়া আর কেউ তোমার বিশেষ বন্ধু আছে বলে মনে পড়ে না।'

'বুঝছি না'কিশোর বলল।'আর বক্সটাও খুব অদ্ভুত।'

'যেমন?'মুসা বলল।

'বক্সটা পৃথিবীর নয়।অদ্ভুত মেটারিয়ালে তৈরি এটা।পৃথিবীর কোন মেটারিয়ালের সাথে মিলে না।তাহলে.....'

'তাহলে কোন এলিয়েনই ধরে নিয়ে গেছে তোমার কোন বন্ধুকে!'তুড়ি বাজাল মুসা।'তাছাড়া আর কিছুর সাথে মিল পাচ্ছি না।'

'হতে পারে।'কিশোর বলল।'আমি বক্সটাকে ল্যাবে নিয়ে যাচ্ছি।তারা হয়তো কিছু জেনে থাকতে পারে এ বক্সের সম্পর্কে।'

'আমি যাচ্ছি ১২১২৬৪ রোডটির খোজে।'জানাল রবিন।

'আর আমি?'মুসা বলল।

'তুমি হেডকোয়ার্টারে থাকবে।'কিশোর বলল।'দরকারে হয়তো ফোন করা লাগতে পারে।ফোনের কাছাকাছি থাকবে।'

তিন

রকি বীচ সায়েন্স ডির্পাটমেন্ট এর সামনে দাড়িয়ে আছে কিশোর।অনেক বড় ল্যাব। বানাতে অনেক খরচ-খারচা হয়েছে নিশ্চয়।১৯৮৮ হতে ল্যাবটা দাড়িয়ে আছে আজ অবধি পর্যন্ত।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল।এবার দরজা খুলল একজন মানুষ।বয়স ষাটের উপরে।প্রবীণ হওয়া স্বত্তেও হালকা-পাতলা শরীর,জিম করেন বোঝাই যায়।

'কি চাই?'জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'এমন কোন মেটারিয়াল আছে,যাতে রেডিয়াম না থাকলেও নীল আভা বের হয়?' কিশোর বলল।'দেখতে অ্যালুমিনিয়ামের মতো,কিন্তু হীরার মতো শক্ত?'

'এক মিনিট'বলল লোকটা।দরজার আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।হঠাৎ তার মনে হল,পিছনে কে যেন দাড়িয়ে রয়েছে।চট করে ফিরে তাকাল সে।চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেল ছেলেটির জুতা।নীল রঙের স্পোর্টস বুটস।পালাচ্ছে সে।

ছেলেটার পিছু পিছু রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর।নেই।পালিয়ে গেছে।আবার ল্যাবে ফিরে এল সে।

'নিও অ্যলমন্ড'বললেন মানুষটি।'কিছুদিন আগে মঙ্গালের মাটিতে পাওয়া গেছে এটি।তুমি জানলে কিভাবে?'

'আ.....আমি.....টিভিতে দেখেছি।কৌতূহল হচ্ছিল,তাই জানতে এসেছিলাম।'

'ও।কমবয়সীদের কৌতূহল মিটাতে ভালোই লাগে আমার।আর কিছুর প্রয়োজন হলে জানিয়ো,কেমন?'

'আচ্ছা।'বলল কিশোর।'যাই তাহলে।'

'বাই।'বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ল্যাব থেকে বেরোতে বেরোতে চিন্তা করছে কিশোর।কে তার পিছু নিয়েছিল? কেন?আর ভিনগ্রহী মেটারিয়ালের বক্স তাদের কাছে এল কোথেকে?ল্যাবের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর,যেখানে ছেলেটা দাড়িয়ে ছিল।মাটিতে

মেগনেফাইং গ্লাস দিয়ে কি যেন পরখ করল সে।হাসি ফুটল কিশোরের চেহারায়।

চার

'কি বলছ!'একসঙ্গে চেচিঁয়ে উঠল দুজন।'তা হয় কিভাবে!'
পরদিন হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে তিন গোয়েন্দা।ল্যাবে যা যা জানল কিশোর,সব বলছে তাদের।তবে তার পিছু নেওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল সে।
'বক্সটি মঙ্গালের হয় কি করে?'বলল মুসা।'আবার ভিনগ্রহীবাসীদের খপ্পরে পড়লাম না তো?'
'জটিল রহস্য।'রবিন বলল।'চিঠিটার কোন মানে বের করতে পেরেছ?'
'নাহ্।'কিশোর বলল।'রোডটির কোন খোঁজ পেয়েছ?'
'নাহ্।'রবিন বলল।'আমিও বিফল।'
'কিশোর,কিশোর!'বাইরে থেকে ডাক এল মেরিচাচীর।'একটা জিনিস এসেছে তোর নামে!'
দুই সহকারীকে অপেক্ষা করতে বলে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।মেরিচাচীর হাতে একটা বক্স।সেই বক্সটার মতই,যেই বক্স তারা প্রথমে পেয়েছিল।
'দেখ তো কি পাঠিয়েছে তোর নামে।'মেরিচাচী বললেন।'অদ্ভুত বক্স তো!'
'কোথায় পেলে?'কিশোর বলল।
'ডাকবক্সে।'উত্তর দিলেন মেরিচাচী।'কোন নাম-ঠিকানা নেই,কোথা থেকে যে এল.....'
আর দাড়িয়ে থাকতে পারল না কিশোর।দৌড় দিল সহজ তিনের দিকে,হেডকোয়ার্টারে ঢোকার জন্য।
কিশোরের হাতে বক্সটা দেখে কৌতূহল হল দুই গোয়েন্দার।আগেরটার মতই,একই বক্স যেন লাগছে এটাকে।
'আরেকটা কোথায় পেলে আবার?'মুসা বলল।
'মেরিচাচী ডাকবক্সে পেয়েছে।'জবাব দিল কিশোর।'দেখা যাক,কি আছে এটাতে।'
'আগেরটাতো আন্দাজমত খুলে ফেলেছিলে'রবিন বলল।'এটা খুলবে কিভাবে?'
'দেখা যাক।'আগের মতোই বক্সটাকে ঘুরাতে ফিরাতে শুরু করল কিশোর।আগের মতোই খুলে যাবে এটাও,আশা করল সে।
আগের মতই খুলে গেল ওটা।ভিতরে আরেকটা চিঠি।

'খাইছে!'মুসা বলল।'আরেকটা চিঠি!'
'পড়ো।'রবিনকে বলল কিশোর।'দেখা যাক,কি লেখা আছে এই চিঠিতে।'

পাঁচ

পড়া শুরু করল রবিন।

'কিশোর,
আগের চিঠিটার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারনি।বেশ,বলছি,তবে ওদের জন্য বিস্তারিত জানাতে পারছি না।আবারো বলছি,তোমার সাথেই কোন বন্ধু ধোঁকা দিবে।নকল তোমাদের তিনজনের ভিতরেই কেউ।পত্রিকায় চোখ রাখবে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।মুসার চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হল।রবিন স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে চিঠির দিকে।
'তুমি নয় তো?'সন্দেহের দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।
'আমি হব কেন?তুমিও হতে পারো'উত্তর দিল রবিন।
'নাহ্,আমিও নই'মুসা বলল।'তাহলে.....'দুজনই তাকাল কিশোরের দিকে। যারা একসময় এত রহস্য সমাধান করে এসেছে একসঙ্গে,তারাই একে অন্যের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এখন।
'শান্ত হও!'টেবিলে বাড়ি মারল কিশোর।'ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে আমাদের।'
'মাথা ঠান্ডা রাখব কি করে?'বলল মুসা।'আমরা তিনজনের মধ্যে কেউ একজন ছদ্মবেশী ভিনগ্রহীবাসী এখন।তার পরও.....'
'ভুলে যেও না,এর আগেও এরকম রহস্যের সমাধান করেছি আমরা।আচ্ছা,গত দুই-তিনদিন কারো মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করেছ?অস্বাভাবিক কিছু?'
'নাহ্'জবাব দিল রবিন।
'আমিও না।'মুসা বলল।'হলে বুঝতে পারতাম।'
'আমারও কিছু অস্বাভাবিক লাগেনি।'কিশোর বলল।'একবার তো পড়েছিই ডেলটাদের খপ্পরে!(সময়সূড়ঙ্গ দ্রষ্টব্য)কিছুই টের পাইনি।'

'ওহ্,ভুলেই গিয়েছিলাম!'মুসা বলল।'ঘরে রাজ্যের সব কাজ ফেলে এসেছি।আজ ঘরে গেলে মেরেই ফেলবে মা!'
'আমারও কাজ আছে।'রবিন বলল।'ডিউটিতে যাচ্ছি,কফি শপে।'
'কাজ থাকলে যাও,আর কি করা।'কিশোর বলল।'আমারও ইর্য়াডে কাজ জমে আছে।করতে হবে।'
সহজ তিন দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা আর রবিন।কিশোর বেরল না,তাদেরকে বলল হেডকোয়ার্টারে কাজ আছে।
তারা বেরিয়ে গেল।চেয়ারে বসে রয়েছে কিশোর।আজকের পত্রিকাটা টেনে নিল। চোখ বুলাল প্রথম পৃষ্ঠায়।হাসি ফুটল কিশোরের চেহারায়।
রহস্য সমাধান করে ফেলেছে সে।এবার শুধু আজ রাতের অপেক্ষা।

ছয়

নিজেদের ঘরে এখন কিশোর।ফোন করল রবিন ও মুসাকে।
'হ্যাঁ হ্যাঁ,চলে এসো।'মুসাকে ফোন করে বলল কিশোর।'ঠিক আজ রাত সাড়ে বারোটায়।রবিনকেও বলে দাও।'

****

রাত সাড়ে বারোটা বাজে।নর্থ ডাউনটাউন রোডের সামনে দাড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।এত রাতে রোডে কোন গাড়ি তো দূরের কথা,মাছিও নেই।সাইকেল দিয়ে আসতে হয়েছে।
'কেন ডেকেছ?'মুসা বলল।'হাওয়া খেতে?'
'না,নিশ্চয়ই নয়।'রহস্যময়ভাবে বলল কিশোর।'অপেক্ষা কর।কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।'
'কি আসবে?'মুসা বলল।'কিছুই তো দেখছি না!'
জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান।তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে।
ঠিক একটায় আকাশে একটা সবুজ আলো দেখা গেল।নিচে নেমে আসছে।মাঠের দিকেই।
'লুকিয়ে পড়।কুইক!'ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর।তিনজন ঢুকে পড়ল ঝোপের ভিতর।

মাটির আরও কাছে নেমে আসছে সবুজ বস্তুটা।একসময় পুরোপুরি নেমে এল বস্তুটা।সেটা কি জিনিস,বুঝতে অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।
মহাকাশযান!
মাটিতে ল্যান্ড করল মহাকাশযানটা।সামনের দরজা খুলে গেল মহাকাশযানটার।
দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল দুজন লোক।মানুষের মত লাগছে না,সবুজ চামড়া।
'কোন খোঁজ পেলে তার?'একজনের কথা শোনা গেল।
'নাহ্।'আরেকজন বলল।'চলে তো আসার কথা.....'
'খুঁজতে থাক,পেয়ে যাবে।খোঁজা বাদ দিয়ো না।'বনের ভিতর দিয়ে চলে গেল তারা,কথা বলতে বলতে।
'মহাকাশযানের ভিতর যেতে হবে!'কিশোর বলল।'কুইক!'
ঝোপের থেকে বেরিয়ে এল ওরা।ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে।

সাত

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সবুজ পাহারাদার।এক কোপে তাকে বেহুঁশ করে ফেলল মুসা।
বড় ল্যাবের মত লাগছে মহাকাশযানটাকে।এদিকে ওদিকে কম্পিউটারের ছড়াছড়ি।বড় একটা কম্পিউটারের পিছনে লুকিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।দেখা যাবে না ওদেরকে।
পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করল কিশোর।কম্পিউটারের সাথে বেঁধে ফেলল রবিনকে।মুখে টেপ লাগিয়ে দিল।
'ক্কি.....কি করলে!'মুসা হতবাক।
'এখন জবাব দেবার টাইম নেই।জলদি আমার সাথে এসো!'
বড় একটা রুমে ঢুকল দুইজন।অন্তত পাঁচ-দশটা রুম হবে ঘরটায়।
'তুমি ওদিকে দেখো।'কিশোর বলল।'আমি এদিকে দেখছি।'
কিছু বলল না মুসা।সে জানে,কারণ ছাড়া কোন কাজ করে না কিশোর।দৌড়ে চলল বামদিকে।
একের পর এক রুমের দরজা খুলে দেখছে মুসা।কোন রুমে কেউ নেই।খালি।লকও করা নেই।
শেষ দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল মুসা,হঠাৎ ডাক এল।'মুসা,এদিকে!'বলে ডাকল

কিশোর।তার কাছে গেল মুসা।দেখে এবার মুসার অবাক হওয়ার বাকি।
রবিন!

আট

'রবিনকে পেলে কোথেকে?'অবাক হল মুসা।
'তা পরে বলব।এখন একেবারেই সময় নেই।তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে মহাকাশযান থেকে।আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি মহাকাশযান ছাড়তে!'
দরজার দিকে দৌড় দিল তিনজন।দেখে ফেলল ভিনগ্রহীবাসীরা!
'দাড়াও!'চিৎকার ছুড়ল একজন।'পালিয়ে যাচ্ছে.....ধর ওদেরকে!'
ডজনখানেক ভিনগ্রহীবাসী দৌড়াচ্ছে তাদের পিছনে,ধরার জন্য।অনেকগুলো কম্পিউটার পেরিয়ে এল ওরা।ওই যে,সামনে দরজাটা!
দড়াম করে শব্দ হল হঠাৎ।ঝাঁকি দিয়ে উঠলো মহাকাশযান।উড়া শুরু করেছে মহাকাশযান!
'তাড়াতাড়ি!'চিৎকার করে উঠলো কিশোর।'বেরতে হবে এক্ষণই!বেশি উপরে উঠে গেলে আর নামতে পারব না!'
আবার দরজার কাছে দৌড় দিল তারা।পৌছে গেছে দরজার কাছে।নিচের দিকে তাকাল ওরা।
অন্ধকার আর কুয়াশার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না নিচে।সব ঘোলাটে।
এদিকে কাছে চলে এসেছে ভিনগ্রহীবাসীরা।ঝুঁকি নিতেই হবে।
'এটা যদি জীবনের শেষ দেখা হয়ে থাকে'তিনজনের হাত ধরে বলে উঠলো কিশোর।'তবে বিদায়,বন্ধুরা।বহুদিন একসাথে কাটালাম আমরা।'
বলে শূন্যে লাফ দিল তিনজন।

নয়

কিশোরের কথা সত্য হয়নি।পানিতে পড়েছে তারা।ভাগ্য ভাল পানিতে পড়েছে,নইলে এত উপর থেকে পড়লে মরতে হত।
পানি থেকে উঠে এল তারা।কেউ কোন কথা বলল না অনেকক্ষণ।তারপর তাকাল আকাশের দিকে।মহাকাশযানটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।নিজের দেশে চলে গেছে মনে হয়।

অবশেষে মুখ খুলল রবিন।'ধন্যবাদ,বন্ধু!আমি জানতাম তুমি পারবে!'
'এই,আবার শুরু করল গ্রীক ভাষা।দয়া করে কেউ বলবে কি হচ্ছে এসব?'
হেসে উঠলো রবিন ও কিশোর।'আজকে না।'কিশোর বলল।'অনেক রাত হয়ে গেছে আজ।ঘুমাতে যাও।কালকে হেডকোয়ার্টারে এসো।তখনই বলব সব।'

****

পরদিন হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।আলোচনা করছে।
'গোড়া থেকেই বলা যাক।'কিশোর বলল।'রবিন,তুমি শুরু কর।'
মাথা নাড়িয়ে শুরু করল রবিন।'একদিন রাতে তুলে নিয়ে যায় আমাকে ভিনগ্রহীবাসীরা।একটা লোক গিটার বাজাতে বাজাতে চুরি করে ঢুকেছিল,মাথায় বাড়ি মেরে তুলে নিয়ে যায় আমাকে।'
'বাসায় কেউ ছিল না?'প্রশ্ন করল মুসা।
'না।কাজে বাইরে গিয়েছিলো।সেই সুযোগেই তুলে নিয়ে যায় আমাকে।'
'আজব চোর তো!'মুসা বলল।'গিটার বাজাতে বাজাতে এসেছে!'
'এত গোপন করে লিখলে কেন?'কিশোর বলল।
'প্রথমটা তাড়াহুড়ো করে লিখেছি।'রবিন বলল।'পরেরটা তাদের সামনে লিখতে হয়েছে।তাই খোলাখুলি লিখতে পারিনি।আর তুমি কিভাবে বুঝলে রবিনই নকল?'
'কিশোর পাশা,চেন না?'বলে উঠল মুসা।'তার কাছে ভিনগ্রহীবাসীরাও তুচ্ছ।'
তার কথায় কান দিল না কিশোর।বলা শুরু করল।'প্রথমে যে ক্লু টা পেয়েছিলাম,টা ছিল তোমার প্রথম চিঠির শেষ লাইনটা।'
'কি?'রবিন বলল।
'নামটা পুরো লেখতে পারনি।'কিশোর বলল।'ন লিখেছিলে।আসলে নথি লিখতে গিয়েই লিখতে পারনি,তাই তো?'
'ঠিক।'একমত হল রবিন।'তারপর?'
'তখন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার।'কিশোর বলল।'সন্দেহটা আর বাড়ল,যখন বক্সটার.....আচ্ছা,বক্সটা পেলে কোথেকে?'
'হাতের কাছে পেয়ে তাতেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।অদ্ভুত বক্স।ভিতরে জিনিস ভরে

ঠিকানাটা জানিয়ে দিলেই পৌছে যায় জায়গামত।'

'ওহ্।'কিশোর বলল।'হ্যাঁ,যা বলতে যাচ্ছিলাম,বক্সটার মেটারিয়াল সম্পর্কে জানতে ল্যাবে গিয়েছিলাম।পিছু নিয়েছিল রবিন.....মানে নকল রবিন।'
'কই,আমাকে তো বলনি!'মুসা বলল।
'তোমার মুখ দিয়ে ফসকে বেরিয়ে যায় সব,তাই বলিনি।'
'কিভাবে বুঝলে নকল রবিন পিছু নিয়েছে?'রবিন বলল।
'সে পালিয়ে যাবার পর এসে মাটিতে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করি।'কিশোর বলল।'রবিনের জুতার ছাপ আর সেখানের জুতার ছাপ মিলে যায়।তাতে সন্দেহ আরও বাড়ে।আচ্ছা,চিঠিতে ১২১২৬৪ রোডটির কথা বলেছিলে,কোথায় সেটা?'
'নর্থ পুল।'রবিন বলল।'দুইদিন বেঁধে ফেলে রেখেছিল ওই জায়গায়।'
'তাহলে আমার সন্দেহই ঠিক।'কিশোর বলল।'নকল রবিন ১২১২৬৪ রোডটির কোন খোঁজই নেয়নি,এসে আমার পিছু লেগেছিল।আর সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল কি সে,জান?'
'কি?'একইসঙ্গে বলে উঠলো রবিন ও মুসা।
'রবিন কাজ করে কোথায়?'কিশোর বলল।
'লাইব্রেরীতে,আর কোথায়?'মুসা বলল।'ও তো বইয়ের পোকা।'
'সেদিন বেরিয়ে যাবার সময় ওর কোন কাজ আছে বলে চলে গিয়েছিলো?'
'লাইব্রেরীতে যাবে বলে.....'
'না,ও টা বলেনি!'
দুইজনে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।'তো কি বলেছিল?'
'ও বলেছিল কফি শপে ডিউটি করতে যাচ্ছে!'চমকের সুরে বলল কিশোর।
'তাই তো!'তুড়ি বাজাল মুসা।'খেয়ালই তো করিনি!রবিন কাজ করে লাইব্রেরীতে,নকল রবিন বলল কফি শপে যাচ্ছে।মস্ত ভুল করে ফেলেছে সে!আচ্ছা, একটা কথা বুঝছি না।মহাকাশযান নামার খবর পেলে কোথায়?'
'মনে আছে,রবিন তার চিঠিতে বলেছিল পত্রিকায় চোখ রাখতে?পত্রিকায় প্রথম পাতায় সেদিন ছাপা হয়েছিল।তার থেকেই বুঝে যাই আমি,রবিন নকল।'
'কিশোর,কই তুই?'মেরিচাচী ডাকছেন বাইরে থেকে।'তাড়াতাড়ি বাইরে আয়।আজ একগাদা কাজ পড়ে আছে তোর জন্য!'

হাসিমুখে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।রহস্য শেষ।এবার কাজ করতে আপত্তি নেই।

সমাপ্ত

নকল গোয়েন্দাঃসাদমান আদিব অভি

হঠাৎ করেই অদ্ভুত একটা বক্স এল কিশোরের কাছে।তাদের তিনজনের ভিতরে খুজে বের করতে হবে নকল গোয়েন্দাকে।কে সে?রহস্যে নেমে পড়ল কিশোর।জবাব তাকে খুঁজতেই হবে।

বইটি পড়ার জন্য

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সামনে এই লেখকের আর যা যা আসছেঃ

১।শুটঁকি বিপদে (সিঙ্গেল)

২।আবার টেরর ক্যাসেলে (সিঙ্গেল)

৩। হরিণ-রহস্য (সিঙ্গেল)